গুপ্তযুগে ভূমিদান প্রথা : কারণ

গুপ্তযুগ থেকে ভারতের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকাশের কোনো কোনো দিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে সামন্ততন্ত্র-অভিমুখী করে তোলে। এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল ভূমিদান প্রথা। ভূমিদান প্রথা ছিল আপস্তম্বসূত্র, মহাকাব্য এবং পুরাণে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌর্যোত্তর প্রাচীন পালি গ্রন্থে কোশল এবং মগধ রাজ্যের রাজগণ কর্তৃক ব্রাহ্মণদের গ্রাম দানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এখানে প্রশাসনিক অধিকার বর্জনের কথা বলেননি দাতাগণ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে ভূমিদানের ক্ষেত্রে দুটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় — জমির খাজনা আদায় এবং প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার হস্তান্তর। ভূমিদাতা কেবল যে রাজস্বের অধিকার ত্যাগ করেছিলেন তা নয়, প্রদত্ত গ্রামের শাসনের অধিকারও ত্যাগ করেছিলেন।

গুপ্তযুগের অন্তত ছয়-সাতটি লিপি থেকে জানা গেছে মধ্যভারতের বড় বড় রাজা ব্রাহ্মণদের গ্রামদান করেছিলেন। এই সব প্রদত্ত গ্রামের অধিবাসীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তারা দানগ্রহীতাকে প্রথাগত কর দেবেই সেই সঙ্গে তাদের আদেশও পালন করবে। ভারতে প্রাচীন সমাজ থেকে মধ্যযুগীয় সমাজে উত্তরণের মূলকারণ ছিল ভূমিদান ব্যবস্থা। রাজগণ ধর্মীয় মর্যাদালাভের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। অন্যদিকে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারে উৎসুক ধর্মযাজক ও পুরোহিত শ্রেণীর প্রয়োজন ছিল অর্থের। এছাড়াও ভূমিদান ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করেছিল এক গভীর সামাজিক সংকট, বর্ণভিত্তিক প্রাচীন ভারতীয় সমাজ নিম্নবর্ণের মানুষের উপর নির্ভরশীল উৎপাদন ব্যবস্থার জন্য। বৈশ্যদের কাছ থেকে কর রূপে সংগৃহীত অর্থের দ্বারাই রাজকর্মচারী ও সৈন্যদের বেতন দেওয়া হত এবং ব্রাহ্মণদের পুরস্কৃত করা হত। দীর্ঘকাল ধরে চলা এই ব্যবস্থায় চিড় ধরে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে। সমসাময়িক পুরাণ থেকে জানা যায় নিম্নবর্ণের কিছু মানুষ সমাজের নির্দেশ অনুযায়ী জীবিকা অনুসরণ করতে অস্বীকার করে। তারা উচ্চবর্ণের মত মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা পেতে চাইল। অন্যথায় তারা রাজাকে কর এবং শ্রমদান করতে অসম্মত হয়। সামাজিক বিদ্রোহ ও সামাজিক সংকটের জন্য রাজার পক্ষে যখন কর আদায় করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল তখন রাজা সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এক নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। কর্মচারী ও পুরোহিত শ্রেণীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য তিনি অর্থের বদলে জমিদান শুরু করলেন। এই ব্যবস্থার এক বাড়তি সুবিধা ছিল, রাজার কাছ থেকে যিনি জমি গ্রহণ করতেন কর আদায় ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাকেই গ্রহণ করতে হত। এব্যাপারে তারা বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। নতুন জমিকে কৃষিযোগ্য করার ব্যাপারেও ভূমিদান প্রথা বেশ সাফল্যজনক ছিল। পরবর্তী কালে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দান প্রথা নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

Scanned with CamScanner